W R C
ওয়ার্কার রাইটস্
কনসোর্টিয়াম

ফোন (২০২) ৩৮৭-৪৮৮৪
ফ্যাক্স (২০২) ৩৮৭-৩২৯২
www.workersrights.org

৫ টমাস সার্কেল এনডব্লিউ,
ষষ্ঠ তলা
ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০৫

পোশাক এবং টেক্সটাইল কারখানাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কর্মপদ্ধতি এবং নীতিমালাসমূহ

ওয়ার্কার রাইটস্ কনসোর্টিয়াম এবং ম্যাক্যুয়েলাডোরা হেলথ্ এন্ড সেইফটি সাপোর্ট নেটওয়ার্ক

এপ্রিল ২০২০

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ চলাকালীন পোশাক এবং টেক্সটাইল কারখানাসমূহ নিরাপদে পরিচালনার সাথে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলীসমূহ সম্পর্কিত। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) সম্পর্কিত বিষয়গুলো ছাড়া, বাণিজ্যিক চুক্তি বা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং জাতীয় শ্রম আইনের শর্তসমূহের সাপেক্ষে এই সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা হয়নি। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে পোশাক এবং টেক্সটাইল কারখানাসমূহে মহামারীজনিত পরিস্থিতি যদি কারখানার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং তাদের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে, সেক্ষেত্রে অবিলম্বে কারখানার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং সেই সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক যথাযথ নির্দেশাবলী অনুসরণ করা উচিত।

কর্মস্থলে শ্রমিকদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় কর্ম অভ্যাসাবলী এবং কর্মক্ষেত্রে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহকে কার্যকর এবং টেকসই পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন এবং সংশোধিত নীতিমালাসমূহ নিয়ে এই নির্দেশাবলী গঠিত হয়েছে।

বৈশ্বিক পোশাক সরবরাহ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত কারখানাসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব পোশাক শিল্প কারখনাসমূহের মধ্যে তাদের আয়তন, প্রকৃত অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উত্পাদন কার্যক্রম, কর্মচারীদের ধরণ এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। সেজন্য একটি কারখানায় কিছু নীতিমালা ও কর্ম অভ্যাসাবলী পালন এবং/অথবা বাস্তবায়ন অন্য কারখানার তুলনায় কিছু পরিস্থিতিতে জটিল আবার কখনো অধিক কার্যকর হতে পারে। তবে, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত দিক নিশ্চিত করার বিষয়টিকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং কারখানা পর্যায়ে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর কর্মসূচির বিকাশ, বাস্তবায়ন এবং যাচাইকরণে শ্রমিক ও তাদের প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ জরুরি।

আরও তথ্যের জন্য, ওয়ার্কার রাইটস কনসোর্টিয়াম (wrc@workersrights.org) এবং ম্যাক্যুয়েলাডোরা হেলথ্ এন্ড সেইফটি সাপোর্ট নেটওয়ার্কের গ্যারেট ব্রাউন (garrettdbrown@comcast.net) এর সাথে যোগাযোগ করুন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে অবস্থিত পোশাক এবং টেক্সটাইল কারখানার জন্য

অবিলম্বে পালনীয় কর্ম অভ্যাসসমূহ

- "কর্মক্ষেত্রে পালনীয় কর্ম অভ্যাসসমূহ সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা সংবলিত নীতিমালা" এর সুপারিশসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কারখানার জন্য একটি দাপ্তরিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং লিখিত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তৈরি করুন;
- কারখানার আয়তনের উপর নির্ভর করে প্রতিটি সেকশন বা একই রকমের কাজ করা হয় এরকম একেকটি স্থানের জন্য কারখানার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির একজন সদস্যকে নিয়োগ করুন যার প্রধান কাজ হবে কারখানার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং এই দায়িত্ব পালন করতে সময় দেয়ার কারণে তারা তাদের নিয়মিত গড় বেতন পাবেন;
- প্রোগ্রামের কার্যক্রমের সমন্বয় ও মূল্যায়নের জন্য কারখানা জুড়ে ও সেকশন-পর্যায়ের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যদের মধ্যে নিয়মিত সভার একটি সিডিউল তৈরি করুন;
- কারখানায় সকল অতিথি এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করুন;
- কারখানা থেকে সরবরাহকৃত অথবা কারখানার ভর্তুকিতে চলা যানবাহন যেগুলো শ্রমিকদের কারখানায় আনা-নেয়ার কাজে সম্পৃক্ত সেগুলোতে কার্যকরভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য (জীবাণুমুক্তকরণ, মাস্কের ব্যবহার, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা) কর্মপদ্ধতির প্রণয়ণ এবং তাদের বাস্তবায়ন করুন;
- প্রতিটি বিভাগে শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর কর্মপদ্ধতির বাস্তবায়ন করুন, যেমন সুপারভাইজার বা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যদের দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিকের প্রতিদিনের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় এবং মৌখিকভাবে প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য নিশ্চিত করুন;
    - সরকারীভাবে সংক্রমণ পরীক্ষার কর্মসূচিতে শ্রমিকদের তালিকাভুক্ত করা ;
    - যে সকল শ্রমিকদের হাসপাতাল অথবা বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে তাদের (সাময়িক) অবস্থানের জন্য কোয়ারেন্টিন ঘর বা স্থান প্রস্তুত করুন;
- করোনা ভাইরাস "পজিটিভ" কোন কর্মচারী, করোনার লক্ষ্যণ রয়েছে এমন কর্মচারী অথবা পরিবারের কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এমন কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বেতনভোগে অসুস্থতার ছুটি পাওয়ার ব্যাপারে নীতিমালা বাস্তবায়ন করুন।
- কারখানার হেলথ্ ক্লিনিকগুলোতে স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য এবং ক্লিনিকগুলো জীবাণুমুক্ত রাখার জন্য অনুমোদিত উৎস থেকে প্রাপ্ত সকল নির্দেশাবলীর বাস্তবায়ন করুন;
- কারখানা প্রদত্ত, সরবরাহকৃত বা ভর্তুকি দেয়া ডরমেটরী বা বিশ্রাম কক্ষগুলোতে কার্যকরভাবে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা (নজরদারি, জীবাণুমুক্তকরণ, এবং নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা) এবং কার্জপদ্ধতির প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করুন;
- কারখানায় খাদ্য পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত শ্রমিক, খাবারের স্থান, খাবারের সরঞ্জামাদি এবং খাবারে সংক্রমণ প্রতিরোধে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- কর্মক্ষেত্রে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া চলমান রাখার জন্য একটি কার্যকর কর্মপদ্ধতির বাস্তবায়ন করুন;
    - গতানুগতিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী চালু আছে তা নিশ্চিত করুন;
    - এক বা একাধিক উৎপাদন শ্রমিককে (তাদের নিয়মিত বেতনে) নিয়মমাফিক কোভিড -১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে এরকম স্থানগুলোকে জীবাণুমুক্ত করার দায়িত্ব দিন, যেমন দরজার হাতল, সিড়ির রেলিং, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি, অনুভূমিক কোন পৃষ্ঠতল যার উপরে কাজ করা হয় এবং সাধারণের চলাচলের স্থান যেখানে ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে;
    - হাত ধোয়ার স্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি করুন, হাত ধোয়ার জন্য সকল কর্মচারীদের সাবান এবং পানি সরবরাহ করুন এবং কাজের শুরুতে ও কাজের মাঝে পর্যায়ক্রমে কর্মচারীদের হাত ধোয়ার জন্য সময় দিন; এক্ষেত্রে সাবান এবং পানির পরিবর্তে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে;
    - কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্র এবং পার্শ্ববর্তী স্থানগুলোকে পর্যায়ক্রমে জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক টিস্যু বা ওয়াইপ এবং স্পর্শ বিহীন বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে;
- স্বাস্থ্যগত কারণে যে সকল কর্মীদেরকে তাদের কর্মস্থল থেকে সরানো হয়েছে তাদের কাজের সরঞ্জাম এবং তারা যেখানে কাজ করতো সেসব স্থানসমূহ বিশেষভাবে জীবাণুমুক্ত করণের একটি কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে;

- কর্মক্ষেত্র এবং কর্মীরা যে স্থানে কাজ করে (ওয়ার্কস্টেশন) এবং কারখানা চত্বরসহ অন্যান্য স্থানগুলোতে শারীরিক দূরত্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে, যেমন:
    - প্রতিটি কর্মস্থলের (ওয়ার্কস্টেশন) মধ্যে ছয় ফুট/দুই মিটার দূরত্ব বজায় রাখা;
    - প্রতিটি কর্মস্থলের (ওয়ার্কস্টেশন) মধ্যবর্তী স্থানে ধৌত করা যায় যেমন প্লেক্সিগ্লাসের মতো প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা;
    - কাজের সময়সূচীর ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রণয়ন অর্থাৎ এমন একটি কর্ম ব্যবস্থার প্রনয়ণ যেখানে সকল শ্রমিক একই সময়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ অথবা বাহির না হয়ে পর্যায়ক্রমে কাজ করবে;
    - খাবার এবং কর্মবিরতীর ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রণয়ন অর্থাৎ এমন একটি ব্যবস্থার প্রনয়ণ যেখানে সকল শ্রমিক একই সময়ে বিরতীতে না গিয়ে পর্যায়ক্রমে বিরতী নিবেন;
    - কারখানার ক্যান্টিন এবং কারখানায় স্থাপিত খাবারের স্টলগুলোতে সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপসমূহ (জীবাণুমুক্তকরণ এবং দূরত্ব বজায় রাখা) বাস্তবায়ন;
- যথাযথ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ (পিপিই) করা তবে কেবলমাত্র এমন কোনও পিপিই যা কার্যকরভাবে সংক্রমণ ব্যহত করে এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা (যেমন নজরদারি, জীবাণুমুক্তকরণ এবং দূরত্ব বজায় রাখা)-কে প্রতিস্থাপিত না করে / সেগুলো পালনে কোনোরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে;
- কারখানার ভিতরে যে কোনও হিটিং (উত্তপ্তকরণ), বায়ুচলাচল এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা/এয়ার কন্ডিশনিং (এইচভিএসি) সিস্টেম ১০০% ভাগ এক্সস্ট মোডে (বায়ু নিষ্কাশন ব্যবস্থা) চলছে অর্থাৎ অবকাঠামোর ভিতর একই বায়ু পুনরায় প্রবাহিত হবে না তা নিশ্চিত করতে হবে;
- ঘন্টা হিসেবে কাজ করা সকল শ্রমিক এবং তাদেরকে পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সুপারভাইজার এবং ম্যানেজারদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচি চালু করা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
    - কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের ধরণ, উপসর্গ এবং স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব;
    - কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়;
    - গৃহস্থালী কাজ এবং জৈবঝুঁকি প্রতিরোধে জীবাণুমুক্তকরণের কাজে নিয়োজিত এবং রাসায়নিক দ্রব্য পরিষ্কার ও প্রক্রিয়াজাতকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ;
    - কারখানার সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির উপাদানসমূহ;
    - সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্বসমূহ;
    - স্বশরীরে, ভিডিও, এবং/অথবা লিখিত উপকরণের (যেমন দেয়াল পোস্টার এবং তথ্য সম্বলিত কার্ড/ লিফলেট)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে এবং অবশ্যই শ্রমিকরা যে ভাষায় (ভাষাসমমূহে) কথা বলে সে ভাষাতেই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে।

<u>কর্ম অভ্যাসাবলী সম্পর্কিত দিকনির্দেশনা সম্বলিত নতুন এবং সংশোধিত কর্মক্ষেত্রের নীতিমালাসমূহ</u>

- কর্মক্ষেত্রে একটি বিস্তৃত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
    - মহামারী চলাকালীন সময়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (ওএইচএস) সম্পর্কিত যেসকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেগুলো সম্পর্কিত জাতীয় দিকনির্দেশনাসমূহ পর্যালোচনা করতে হবে;
    - গণস্বাস্থ্য বিষয়ক নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশনাসমূহের (ডব্লিউএইচও, জাতীয় স্বাস্থ্য বিভাগ, ইত্যাদি) মূল উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে সাথে একটি লিখিত কার্যক্রম প্রস্তুত/এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
        - ঝুঁকি নিরূপণ এবং সংক্রমণের সম্ভাব্য সকল উত্স সনাক্তকরণ;
        - প্রতিদিনের চেকের ভিত্তিতে চিকিৎসা বিষয়ে নজরদারিকরণ;
        - লক্ষণ প্রদর্শনকারী কর্মীদের জন্য /চিকিৎসা সম্পর্কিত স্থানান্তরণ নীতিমালাসমূহ;
        - সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং সংক্রমণমুক্ত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
        - প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির ব্যবস্থা গ্রহণ (ম্যানেজার, সুপারভাইজার এবং ঘন্টা হিসেবে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য);
        - কার্যক্রম ও এর ফলাফল সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যসমূহ সংরক্ষণ;
    - সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম প্রস্তুত ও তা বাস্তবায়নে কারখানার শ্রমশক্তি ও তাদের প্রতিনিধি বিশেষত যে কোনও ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি বাস্তবায়ন করতে হবে;
    - প্রতিটি কারখানার জন্য একজন সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে;

    - নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী কার্যকরভাবে প্রণয়ন করতে কারখানার আকারের উপর নির্ভর করে প্রতিটি বিভাগ বা কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় পরিসরে একটি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কমিটি তৈরি করতে হবে;
    - সঠিক তথ্য সরবরাহ এবং একটি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়িয়ে পড়া রোধে জনসাধারণের জন্য তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে একটি সক্রিয় কর্মপরিকল্পনা চালু করতে হবে;
- অসুস্থ ব্যক্তিদের অসুস্থতার জন্য সবেতনে ছুটি দেওয়ার নীতি চালু করতে হবে;
- সবেতনে ছুটি দেওয়ার ক্ষেত্রে নীতিমালা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা কিনা ছুটি কাটানোর জন্য কর্মীদের উপর কোন ধরণের বৈষম্য বা শাস্তিমূলক কার্যক্রমকে প্রতিহত করে:
    - (করোনা) টেস্ট পজিটিভ এসেছে, লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অথবা অসুস্থ হয়েছে সেসব কর্মীদের জন্য;
    - পরিবারের অসুস্থ (করোনা আক্রান্ত) সদস্যদের পরিচর্যা করছে সেসব কর্মীদের জন্য;
    - দূর্বল কর্মী, বিশেষত যাদের বয়স ৬০ এর উর্ধ্বে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, এবং/ অথবা গর্ভবতী মহিলা কর্মীদের জন্য;
    - সম্ভাব্য কোভিড -১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির (যেমন, আত্মীয় বা বন্ধুর যারা আক্রান্ত হয়েছেন অথবা "ভাইরাল হটস্পট" এ উপস্থিত ছিলেন বা ভ্রমণ করেছেন) সংস্পর্শে আসার কারণে কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন সেসব কর্মীদের জন্য;
- কর্মীদেরকে বরখাস্ত করা বা তাদের প্রতি কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষার বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশের অধিকার এবং তাদের অনিরাপদ কাজ প্রত্যাখ্যান করার অধিকারকে স্বীকৃতি দিন, এবং শ্রমিকরা চাইলে গোপনে এবং/অথবা বেনামে তাদের এই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করার ব্যবস্থা প্রদান করুন;
- কোভিড -১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে জরুরী আর্থিক ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে এবং সেই সাথে এই রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসা পেতে সরকার পরিচালিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থাগুলোতে কর্মক্ষেত্রটি রেজিস্টার/নিবন্ধ করুন,
    - কর্মীদের এ জাতীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে করে চিকিত্সার জন্য যে সকল কর্মীদের স্থানান্তরণ করা হয়েছে তারা প্রয়োজনীয় চিকিত্সা এবং সামাজিক সহায়তা পেতে পারে;
    - সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণে দেরী হলে কারখানাটি প্রয়োজনীয় পরীক্ষা ও চিকিত্সার জন্য অর্থ প্রদান করবে তা নিশ্চিত করুন;
- গুরুত্বপুর্ণ কাজে নিয়োজিত কর্মীরা অসুস্থ হলে (কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য) কর্মীদের মধ্যে ক্রস ট্রেনিং (এমন একটি ট্রেনিং যেখানে কর্মীদের একধিক ধরণের কাজ শেখানো হবে)-এর আয়োজন করুন;
- সংক্রমণের হার বৃদ্ধির ফলে যদি পরবর্তীতে কাজ চালিয়ে নিতে বিঘ্ন ঘটে তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে কারখানাটি সুশৃঙ্খলভাবে বন্ধের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন;
    - নিরাপদে উত্পাদন কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া;
    - বিদেশী বংশোদ্ভূত অভিবাসী কর্মীসহ আক্রান্ত সকল কর্মীদেরকে জাতীয় জরুরি স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে তালিকাভুক্ত করুন; (অথবা বিদেশী অভিবাসী কর্মীরা যদি এই জাতীয় কর্মসূচির জন্য অযোগ্য হয় সেক্ষেত্রে তাদের জন্য একই ধরণের অন্য কোন সহযোগীতা)।

সর্বশেষ আপডেট: ৯ এপ্রিল ২০২০